মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে, আমি এই মহান সদনে, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করছি।

১

বাংলার মা-মাটি-মানুষ আবার মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালিত সরকারের উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছেন। তাঁদের এই আস্থার উপর ভর করেই আমরা এই অর্থবর্ষে তড়িৎগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। তারই মধ্যে আচমকা বাংলা এবং ভারতবর্ষের মানুষের উপরে নেমে এল নোটবন্দির বজ্রাঘাত।

পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে ৮৬% নোট বাতিল করে দেওয়ার নিদর্শন নজিরবিহীন। যে কয়েকটি মুষ্টিমেয় দেশে এই ধরনের প্রক্রিয়া হয়েছে সেগুলি সবই ছিল একনায়কতন্ত্র।

আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে যে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীই হলেন ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রথম, যিনি নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রতিবাদ করে জানান যে, এই হঠকারী সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উপর চরম আঘাত হানবে। এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে মন্দার সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করা দরকার।

আজ আমরা সত্যিই দেখতে পাচ্ছি যে, ভারতবর্ষের জি ডি পি বৃদ্ধির হার, ২০১৫-১৬ সালের নিরিখে নিম্নগামী। দেশ-বিদেশের অর্থনীতিবিদদের মতে এই বৃদ্ধির হার ১% থেকে ৩.৫%-এ কমে যেতে পারে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ৫.২৫ লক্ষ কোটি টাকা হতে পারে। তাই বলা যেতে পারে এটি একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জরুরি অবস্থার প্রতিচ্ছবি।

এরই প্রভাব দেশের কর্মসংস্থান ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উপরে প্রতিফলিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নোটবন্দির সিদ্ধান্তের জেরে সাধারণ মানুষের উপরে এমন একটি সুনামি আছড়ে পড়ল যাতে ধ্বসে গেল লক্ষ লক্ষ অসংগঠিত ক্ষুদ্র ব্যবসা, ধ্বসে গেল সংগঠিত ছোট ব্যবসা, ধ্বসে গেল কৃষকদের স্বপ্ন, ধ্বসে গেল শ্রমিকদের জীবনযাত্রা। বাংলার চায়ের বাগান থেকে শুরু করে, পাটশিল্প, চর্মশিল্প, বস্ত্রশিল্প, হস্তশিল্প থেকে শুরু করে এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে যুক্ত বিশাল সংখ্যক মানুষ, পড়ে গেলেন অথৈ জলে। এই দুর্যোগের কালো ছায়া কেবলমাত্র বাংলাকেই নয়, সারা ভারতবর্ষের শিল্পকে গ্রাস করল।

আশ্চর্যজনকভাবে, নোটবন্দির কারণও বারবার পাল্টাতে থাকল — প্রথমে কালো টাকা ও জাল নোট অবলুপ্তি, তারপর নগদহীন অর্থনীতি, তারপর স্বল্প-নগদ অর্থনীতি, পরিশেষে জি এস টি-র সাহায্যকারী হিসাবে বলা হল। বারবার গোলপোস্ট পাল্টাতে থাকল। এই হটকারী সিদ্ধান্তের পিছনে আসল উদ্দেশ্য কী ছিল তা কিন্তু এখনও ধোঁয়াশায়। বাস্তবে, কে উপকৃত হল, তা ইতিহাস-ই একদিন বলবে।

এটাও উদ্বেগজনক যে ভারতবর্ষের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মতো ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ধুলিস্যাৎ করে দেওয়া হচ্ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতাকে একেবারে খর্ব করে দেওয়া হয়েছে এবং ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলির উপরে দেশবাসীর যে বিশাল আস্থা ছিল তাও আজ তলানিতে এসে ঠেকেছে। শুধু তাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে দুর্বল করার একটি চক্রান্ত নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

‘দোস্তি সে
কাম হো সকতা হ্যায় যো
উও জবরদস্তি সে
হো সকতা নহি’।

ঋণের ফাঁদ ঃ

একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের হঠকারী সিদ্ধান্তের নোটবন্দির ধাক্কা, অন্যদিকে বামফ্রন্ট সরকারের চাপিয়ে দেওয়া বিপুল ঋণের চোরাবালির ফাঁদ — এই দুইয়ে মিলে বাংলার মানুষকে এবং আমাদের সরকারকে কঠিন সমস্যার মুখে ঠেলে দিয়েছে।

ঋণের বোঝার তথ্য দেখলে আপনারা আঁতকে উঠবেন। ২০০৬-০৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার যে ঋণ নিয়েছিল, ১০ বছর পরে আজ তা পরিশোধের সময়। ২০১৬-১৭ তে আমাদের সুদ ও আসলের পরিশোধের বোঝা প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকাতে গিয়ে ঠেকবে। ২০১৭-১৮ তে সুদ ও আসলের পরিশোধের বোঝা গিয়ে দাঁড়াবে ৪৭ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

এ হেন অবস্থার সম্মুখীন হয়েও বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গ্রাফ আজ ঊর্ধ্বমুখী। আমরা গরীব হতে পারি কিন্তু আমাদের মানসিকতা মানবিক। আমাদের দৃঢ়তা অটুট।

‘জিতে জিতে লড়না শিখো
হাসতে হাসতে কাম করনা শিখো
চলতে চলতে আগে বড়তে চলো
জিন্দগি কি রাহ মে।’

২

অর্থনীতির সামগ্রিক মানদণ্ড : নোটবাতিলের ঝাপটা

২০১৬-১৭ তে কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন যে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার নোটবন্দির ধাক্কায় ৭.১%-এ নেমে যাবে। আমি আপনাদের আগেই তথ্যের মাধ্যমে বলেছি যে অর্থনীতিবিদরা কিন্তু মনে করছেন অবস্থা আরও শোচনীয় হবে। এই নোটবন্দির ধাক্কায় আমাদের রাজ্যের বৃদ্ধির হারও ৯.২৭%-এ গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

অর্থনীতিবিদরা এটাও এখন বলছেন যে এই নোটবন্দির ধাক্কার থেকে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে দুই থেকে তিন বছর লেগে যেতে পারে। তার মূল কারণ হলো বিভিন্ন শিল্প ও তার সহযোগী অনুসারী শিল্পগুলির উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় প্রতিষ্ঠিত সাপ্লাই চেনগুলি সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে এবং এর ফলে কোটি কোটি শ্রমিক বেকার হয়ে যে যার গ্রামে ফিরে গেছেন।

শিল্পের ক্ষেত্রে এটি উল্লেখযোগ্য যে নোটবন্দির আগেই ২০১৬-১৭ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস অব্দি ভারতবর্ষের ইনডেক্স অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশনের (আই আই পি-র) বৃদ্ধির হার (-)০.১%-এ নেমে এসেছিল, যেখানে, একই সময়, পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধির হার (+)৪.৮% ছিল। এর মানে, ভারতবর্ষের শিল্প বৃদ্ধির হার নোটবন্দির আগেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ তখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল।

অর্থনীতির বৃদ্ধির হার কিছুটা নির্ভর করে রাজ্যের পরিকল্পনা খাতের ব্যয় এবং মূলধনী খাতে ব্যয়ের উপর। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে পরিকল্পনা খাতে ব্যয় ২০১০-১১ এর তুলনায় ২০১৬-১৭ তে ৪ গুণ বৃদ্ধি পেতে চলেছে এবং ঠিক একইভাবে মূলধনী ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ২০১০-১১ এর তুলনায় ২০১৬-১৭ তে ৭ গুণ বৃদ্ধি পেতে চলেছে।

এই নোটবন্দির ডামাডোলের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেট সম্বন্ধে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল যে এই বাজেট বোধহীন, দিশাহীন, হৃদয়হীন, এর কোন রোডম্যাপ নেই এবং এ কেবল ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া কিছুই নয়। এই বাজেটের পিছনে লুকিয়ে আছে ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের প্রতি নানা রকম অবহেলা এবং পরিসংখ্যানের কারসাজি। এর গভীরে যেতে হলে একটা গোটা দিন লেগে যাবে।

৩

মা-মাটি মানুষের সরকারের অভিনব উন্নয়নমূলক প্রকল্প

নোটবন্দির এই নেতিবাচক বাতাবরণের মধ্যেও বাংলা কিন্তু ইতিবাচকভাবে এগিয়ে চলেছে মা-মাটি-মানুষের স্বার্থে গৃহীত নানান প্রকল্পের মাধ্যমে। যেমন-কন্যাশ্রী, সবুজশ্রী, সবুজ সাথী, খাদ্যসাথী, মাভৈঃ, স্বাস্থ্য সাথী, নিজ গৃহ নিজ ভূমি, গীতাঞ্জলি, জল ধরো জল ভরো, লোক প্রসার প্রকল্প, বৈতরণী, সমব্যথী, গতিধারা, স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ প্রকল্প, তপশিলী জাতি এবং উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাশ্রী প্রকল্প, সংখ্যালঘু ভাই বোনেদের জন্য স্কলারশিপ, লোন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প।

এই প্রকল্পগুলির সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত বিবরণ আপনারা অন্যান্য বিভাগে পাবেন।

৪

নতুন প্রস্তাব

৪.১ স্যার, আপনি অবগত আছেন যে, সারা বাংলায় প্রসূতি মা, সদ্য জননী এবং শিশুদের কাছে আইসিডিএস প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার মূল স্তম্ভ যাঁরা, সেই সব অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়কদের বিগত বছরগুলিতে রাজ্য সরকার আর্থিক সহায়তা বাড়িয়েছেন। সম্প্রতি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এঁদের সকলকে 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের আওতায় এনেছেন।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এঁদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ আমি অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়কদের মাসিক অনারেরিয়াম-এর পরিমাণ ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি। এই সিদ্ধান্তের ফলে ২ লক্ষেরও বেশি কর্মরত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়করা উপকৃত হবেন। এটি একটি ক্ষুদ্র সাহায্য করার প্রচেষ্টা।

৪.২ মাননীয় সদস্যগণ আরও জানেন যে, তৃণমূল স্তরে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ASHA কর্মীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এই সরকার আগে এঁদের অনারেরিয়ামও বাড়িয়েছেন এবং সম্প্রতি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এঁদেরকেও 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়, এইসব কর্মীদের পাশে দাঁড়িয়ে আমি এঁদের মাসিক অনারেরিয়াম-এর পরিমাণও ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রাখছি। এর ফলে প্রায় ৫০ হাজার ASHA কর্মী উপকৃত হবেন। এটিও একটি ক্ষুদ্র সাহায্য করার প্রচেষ্টা।

৪.৩ নোটবন্দির জেরে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার দক্ষ কারিগর বাংলায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এইসব কারিগর খুবই অসহায় অবস্থায় বর্তমানে জীবনযাপন করছেন। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়, তাঁদের এই অবস্থার কথা ভেবে আমি এইরকম ৫০০০০ কারিগরদের জন্য ৫০,০০০ টাকা করে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদানের প্রস্তাব করছি যাতে তাঁরা ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন। এর জন্য আমি ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছি।

৪.৪ স্যার, আপনি অবগত আছেন যে, নোটবন্দির কারণে পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সংখ্যক কৃষক সময়মতো জমিতে সার, বীজ ইত্যাদি প্রয়োগ করতে না পারায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আপনারা জানেন যে, কৃষকরা সমবায়-ঋণের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। নোটবন্দির ঝড় এই ঋণ ব্যবস্থার পরিকাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দিয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়, এঁদের সমস্যা নিরসনে ১০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠনের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রধান দপ্তরগুলির সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণ ও পরিকল্পনাখাতে বরাদ্দ পঞ্চম (৫) বিভাগে দেওয়া হয়েছে, যা আপনার অনুমতিসাপেক্ষে পড়া হল বলে ধরে নিচ্ছি। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমি সরাসরি কর নীতির সংস্কারের প্রস্তাব (৩১নং পাতা, বিভাগ-৬) থেকে পড়া শুরু করছি।

৫

প্রধান দপ্তরগুলির সাফল্যের বিবরণ ও ২০১৭-১৮ সালের জন্য বাজেট বরাদ্দ

৫.১ কৃষি ও কৃষিজ বিপণন বিভাগ

আমাদের রাজ্য বিগত ৪ বছর ধারাবাহিকভাবে এবং এবছরেও ভারত সরকার প্রদত্ত ‘কৃষি কর্মণ পুরস্কার-২০১৬’ লাভ করেছে।

‘ইউনিভার্সালাইজেশন অফ সয়েল হেলথ কার্ড ফর দ্য ফার্মার্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল’ প্রকল্পের অধীনে ২০১৬-এর নভেম্বর পর্যন্ত ১৩ লক্ষ ‘সয়েল হেলথ্ কার্ড’ (SHC) বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৭-এর মার্চের মধ্যে ২২ লক্ষ SHC কার্ড বিতরণ করা হবে বলে আশা করা যায়।

২০১৬-এর খারিফ মরশুমে ‘বাংলা ফসলবীমা যোজনা’-কে সময়ের মধ্যে সফলভাবে বাস্তবায়িত করা হয়েছে এবং কৃষক পরিবারগুলিকে কোনো প্রিমিয়াম দিতে হবে না, এই প্রিমিয়াম সরকারের পক্ষ থেকেই দেওয়া হচ্ছে। নিজস্ব শেয়ার ছাড়াও তাঁদের শেয়ারের

প্রিমিয়াম পুরো দেওয়া হয়েছে। ২০১৫-এর খারিফ মরশুমের ১০.০৯ লক্ষ কৃষকের তুলনায় ২০১৬-এর খারিফ মরশুমে ৩২.৪০ লক্ষ কৃষককে বীমার আওতায় আনা হয়েছে।

এখনও পর্যন্ত ১৬৫টি কৃষকবাজার চালু হয়েছে এবং সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৪৯টি কৃষকবাজার ধান সংগ্রহকারী কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এবছর আরো ২৪টি কৃষকবাজার নির্মাণ সম্পূর্ণ হবে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে কৃষি বিভাগ ও কৃষি বিপণন বিভাগের জন্য আমি যথাক্রমে ১,৯৭০.২০ কোটি টাকা এবং ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.২ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনগণের বিশ্বজনীন খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য 'খাদ্যসাথী' প্রকল্প চালু করেছেন। এই প্রকল্পের অধীনে ৭.৯ কোটির বেশি রাজ্যবাসীকে (ভর্তুকি দিয়ে) সুলভমূল্যে খাদ্যশস্য ও ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়া হচ্ছে।

জঙ্গলমহল, বীরভূম জেলার ৭টি পিছিয়ে পড়া ব্লক, আয়লায় ক্ষতিগ্রস্ত, দার্জিলিং-এর পাহাড়বাসী, সিঙ্গুরের চাষী ইত্যাদি প্রান্তিক ও অতি দরিদ্র রাজ্যবাসীদের জন্য রাজ্য সরকার 'স্পেশাল প্যাকেজ'-এর ব্যবস্থা করে স্বাভাবিক খাদ্যশস্য ছাড়াও আরো অতিরিক্ত খাদ্যশস্য দিচ্ছে। ৬৩,০০০ জনেরও বেশি আদি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রতিমাসে বিনামূল্যে ৩৫ কি.গ্রা. করে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে।

বিগত ৫ বছর সময়কালে (২০১১-১৬) ৫.২২ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারপর আরো ২.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য গুদামজাতকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি ১৬৪টি 'কৃষক বাজারে' ১.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন ধান মজুত করা হচ্ছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জন্য আমি ২৭০.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.৩ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ

এই অর্থবর্ষে রাজ্য ৩,১৩০ হেক্টর জমি বারোমেসে ও মরশুমি ফল চাষের, ৫৮৫ হেক্টর জমি ফুল চাষের, ৩৫০ হেক্টর জমি হাইব্রিড (বর্ণসঙ্কর) সবজি চাষের এবং ২৩৪.৯ হেক্টর জমি মশলা চাষের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সক্ষম হয়েছে।

উদ্যানপালন বিভাগের পাইলট প্রকল্প 'এরিয়া এক্সপ্যানশন অফ খারিফ অনিয়ন প্রোগ্রাম'-কর্মসূচীর জন্য সাফল্যের সঙ্গে ২০১৬-র নভেম্বর পর্যন্ত ৬০০ হেক্টর জমিতে খারিফ পিঁয়াজ চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উদ্যানপালন সংক্রান্ত চাষীদের ৮০টি পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হয়েছে।

১৮টি ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানি (FPCs) গঠন করা হয়েছে এবং ১০টি FPC গঠন হওয়ার পথে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগের জন্য আমি ১৬০.২৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.৪ প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে একটি নতুন ভেটেরিনারি এবং ফিশারি কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে।

কল্যাণীতে লাইভস্টক ফার্মে ১০০টি গোরু নিয়ে ৬.১৩ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় ধরে একটি নতুন 'বুলমাদার খামার' চালু হয়েছে।

নদীয়া জেলার হরিণঘাটাতে ৫০০টি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন 'ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম' চালু হয়েছে।

নদীয়া জেলার কল্যাণীতে নতুন ভাসমান মৎস্য খাদ্য প্রকল্প নির্মিত হয়েছে, যার উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি ঘণ্টায় ১.৫ মেট্রিক টন। এছাড়াও শালবনী, কল্যাণী এবং শিলিগুড়িতে ১২ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে মৎস্য খাদ্য প্রকল্প পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গে HIMUL প্রকল্পের পুনরুজ্জীবন করা হয়েছে। কলকাতা মাদার ডেয়ারির উদ্যোগে HIMUL মাটিগাড়া ডেয়ারি প্ল্যান্টকে সংস্কার করা হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যেই

MDC-এর অধীনে মাটিগাড়া ডেয়ারি প্ল্যান্টে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বর্তমানে প্রতিদিন ১৫,০০০ লিটার দুধ সরবরাহ করা হচ্ছে।

দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া ব্লকে একটি আধুনিক মুরগি ও শূকর প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে, যেখানে উৎপাদন ক্ষমতা হল প্রতিদিন ৮ মেট্রিক টন মুরগি ও ৮ মেট্রিক টন শূকর-এর মাংস।

পরবর্তী আর্থিক বছরে প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আমি ৫৩৫.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.৫ মৎস্য বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জনসাধারণের জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে মৎস্যচাষ ক্ষেত্র একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০১৬ সালে মৎস্য উৎপাদন ১৪.৭২ লক্ষ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৬ লক্ষ টন হয়েছে। সরকারের 'জল ধরো জল ভরো' কর্মসূচি রাজ্যে মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে একটি অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করেছে। এই কর্মসূচীর অধীনে ধার্য লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে প্রায় ১.৫ লক্ষ জলাশয় খনন করা হয়েছে এবং সেগুলি মৎস্যপালন ও বড় মাছ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বড় মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যে চলতি বছরে ২০০টি বৃহৎ জলাশয়ে মৎস্য চাষ করা হচ্ছে।

২১৮৯.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায় ২০টি জলাশয়সহ ডাল গাঙ্গিল বিল সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও ১৮৩.২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মুর্শিদাবাদের গামালমোতি মৌজায় বলানগা থেকে উলাডাঙা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ হয়েছে এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ব্লক এগরা-২ অঞ্চলে ১৫৬৯.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ডুবডা ক্যানেল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত জলযান চলাচলের জন্য জলপথের সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে মৎস্য বিভাগের জন্য আমি ২৭৬.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.৬ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

রাজ্য সরকার মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইনের অধীনে শ্রম বাজেট বরাদ্দের ১২৮ শতাংশ আনুপাতিক হারে কর্মসংস্থানে সক্ষম হয়েছে। এই কর্মপ্রকল্পের অধীনে ৫৬০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হয়েছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

গ্রামীণ আবাস যোজনা প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত মোট ২০৩৬.৩৪ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে ইতিমধ্যে ২,৮২,৮৩৭টি গৃহ নির্মাণের অর্থ মঞ্জুর হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে (এপ্রিল-ডিসেম্বর) গ্রামীণ সড়ক যোজনার অধীনে ৫২২ কোটি টাকা ব্যয় করে ৪৪৬.৯৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা নির্মিত হয়েছে।

'নির্মল বাংলা' মিশনে সরকার স্বাস্থ্যসম্মত জীবন এবং শৌচালয়ের ক্ষেত্রে জন সচেতনতার জন্য ব্যাপক প্রচার চালায় যাতে কোচবিহার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং বর্ধমান জেলা ২০১৬-১৭ বর্ষের শেষে 'মুক্তশৌচহীন' জেলা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। ইতিমধ্যেই নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর এবং হুগলী জেলা ও মোট ১৬২২০টি গ্রাম উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্মবিহীন অঞ্চল হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত আরও সুস্থ ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৬.৪৯ লক্ষ শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের জন্য আমি ১২,৮৬৪.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.৭ সেচ ও জলপথ বিভাগ

বিগত ৫ বছরে সেচ ও জলপথ বিভাগ ৩,২৩,০০০ একর জমিকে সেচের আওতায় নিয়ে এসেছে। এছাড়াও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণ এবং ২,৩৩৭ কিলোমিটার ভূমিক্ষয় রোধের ব্যবস্থা করেছে। ৯৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ ড্রেনেজ ক্যানেল সংস্কার এবং বিভিন্ন নদী, সেচসেবিত অঞ্চল ও ড্রেনেজ ক্যানেলগুলির উপর ১৬১টি সেতু নির্মাণ করেছে।

'জলতীর্থ' প্রকল্পের অধীনে পুরুলিয়া জেলার ৭০টি চেক ড্যাম নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া ২০১৬-১৭ বর্ষে পুরুলিয়ায় আরও ১১টি এবং বাঁকুড়ায় ৭টি, মোট ১৮টি চেক ড্যাম নির্মাণের কাজ চলছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে সেচ ও জলপথ বিভাগের জন্য আমি ২,৪১০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.৮ বন বিভাগ

২০টি ইকো ট্যুরিজম কেন্দ্রে অনলাইন ইকো ট্যুরিজম বুকিং চালু হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ৪১টি ইকো ট্যুরিজম কেন্দ্রের মান ও পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। দার্জিলিং-এ ৩টি এবং পুরুলিয়ায় ১টি—মোট ৪টি নতুন ইকো ট্যুরিজম ব্যবস্থাপনার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী 'সবুজশ্রী' নামে একটি নতুন প্রকল্পের সূচনা করেছেন, যার স্লোগান হল 'একটি জন্ম একটি গাছ'। সারা রাজ্যে সবুজায়নের জন্য এই প্রকল্পে প্রতি বছরে ১৫ লক্ষ বৃক্ষ চারা রোপণ করা হবে। এই প্রকল্পের অধীনে ২৭শে মে, ২০১৬ থেকে রাজ্যের যে কোনো প্রান্তে জন্মানো প্রতিটি শিশুকে এই বৃক্ষগুলির পরিণত হওয়ার পর তার অর্থমূল্য দেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে ১৫ লক্ষ শিশুকে এক্ষেত্রে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে গাজলডোবায় স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখিদের সংরক্ষণের জন্য একটি নতুন ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি 'পাখি বিতান' চালু করা হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে বন বিভাগের জন্য আমি ৩৪৭.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.৯ জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ

২০১৬-১৭ বর্ষে ক্ষুদ্র সেচের সাহায্যে ৭০ হাজার হেক্টর জমিকে সেচ সম্ভাবনাময় করে তোলা হয়েছে।

২০১৬-১৭ বর্ষে ৩২,৪১৬টি জলাধার তৈরি করা হয়েছে। 'জল ধরো জল ভরো' অভিযানের অন্তর্গত ৩১শে মে, ২০১১ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ১,৮৯, ৯৫৪টি জলাধার তৈরি ও সংস্কার করা হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক-প্রকল্পে (WBADMIP) ২০১৬-১৭ বর্ষের ১৭৯টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে।

ড্রিপ এবং স্প্রিঙ্কলার সেচ ব্যবস্থার প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০১৬-১৭ বর্ষে ১,০৩৪ হেক্টর জমিতে ১৭৪টি সৌরচালিত স্প্রিঙ্কলার, টিউওয়েল, পাম্প ডাগওয়েলস ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের জন্য আমি ৭৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.১০ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

রাজ্য সরকারের 'সবার জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা' প্রকল্প অনুযায়ী সরকারি হাসপাতালগুলিতে সমস্ত রকম চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা, ঔষধ এবং শয্যা ভাড়া ইত্যাদি পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। যেখানে ২০১৫-১৬ বর্ষে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪০৩ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭ বর্ষে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭৫৭.৩৯ কোটি টাকা।

স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রচেষ্টায় ১৩টি 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব' (MCH) গঠনের প্রক্রিয়া নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে উলুবেড়িয়া SDH, মুর্শিদাবাদ MCH এবং নদীয়ার DH-এ মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব চালু হয়েছে। এছাড়া এবছরের মধ্যেই বাকী ৬টি মেডিকেল কলেজে, — বাঁকুড়া সম্মিলনী MCH, মেদিনীপুর MCH, জলপাইগুড়ি DH, MJN কোচবিহার, মালদা MCH এবং কলকাতার মেডিকেল কলেজে মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব চালু হবে।

নবজাতকদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩০৩টি সিক নিউ বর্ণ স্টেবিলাইজেশন ইউনিট (SNSU) চালু রয়েছে। ৪৭২টি Delivery Point-এ নিউ বর্ণ কেয়ার কর্ণার (NBCC) চালু রয়েছে।

সুন্দরবনের দূর্গম অঞ্চলের প্রসূতি মায়েদের জন্য ৩টি 'অপেক্ষাগৃহ' (waiting hut) তৈরি করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকারের কার্যকরী প্রকল্পগুলির জন্য স্বাস্থ্য সূচকগুলির তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। গত পাঁচ বছরে শিশু মৃত্যুর হার (IMR) হাজার পিছু ৩২ থেকে

হ্রাস পেয়ে ২৬ হয়েছে এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতালগুলিতে প্রসবের ঘটনা (Institutional Delivery) ৬৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯০ শতাংশ হয়েছে।

৪০০ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং কামারহাটিতে ৩টি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। আরও ১০০ সংখ্যক MBBS আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এছাড়াও কোচবিহার, রায়গঞ্জ, পুরুলিয়া, রামপুরহাট এবং ডায়মন্ড হারবারে জেলা হাসপাতালগুলিকে নতুন ৫টি মেডিকেল কলেজে উন্নীত করা হচ্ছে, যাতে আরো ৫০০টি MBBS আসন বৃদ্ধি পাবে।

পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ২টি মেডিকেল কলেজে MBBS আসন সংখ্যা ১০০টি বাড়ানো হচ্ছে, যার মধ্যে কোলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের আসন সংখ্যা ১৫০ থেকে বাড়িয়ে ২০০ করা হচ্ছে এবং মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে MBBS আসন সংখ্যা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ করা হচ্ছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি হাসপাতালগুলিতে ৪২টি ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট (CCU) এবং ৩০টি হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিট (HDU) চালু হচ্ছে, যার ফলে রোগীদের বিশেষ প্রয়োজনে কলকাতা বা বড়ো শহরগুলিতে বিশেষ চিকিৎসার জন্য আসতে হবে না। এরমধ্যে ৫৮টি ইউনিট ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে, যার ৩৭টি CCU এবং ২১টি HDU।

১১২টি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান চালু রয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে আরও ৭টি চালু হবে। ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানগুলির ক্রমবর্ধমান বিক্রিতে ২০১৬-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট বিক্রির পরিমাণ ১,৩৩১ কোটি টাকা। রোগীরা ৮২৯ কোটি টাকা ছাড় পেয়েছেন এবং ২.৯৩ কোটি প্রেসক্রিপশন পাওয়া গিয়েছে।

PPP মডেলে রাজ্যজুড়ে ৪৬টি ফেয়ার প্রাইস ডায়াগনস্টিক সেন্টার এবং ডায়ালিসিস পরিষেবা চালু রয়েছে। যার ফলে দরিদ্র জনগণ স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা করাতে পারেন। PPP মডেলে বাজার মূল্যের তুলনায় অনেক কম সরকারি মূল্যে ৮৫টি এই ধরনের ইউনিট চালু রয়েছে। যার মধ্যে ৩৩টি ডায়ালিসিসের জন্য, ১২টি CT Scan-এর জন্য, ৪টি MRI-এর জন্য এবং ৩৬টি ডিজিটাল X-Ray এর জন্য।

১,৩৬৩.৭২ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে গ্রুপ স্বাস্থ্য বীমা 'স্বাস্থ্যসাথী' চালু করা হয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য, ICDS, ASHA, সিভিক ভলেন্টিয়ার্স ফোর্স, সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার্স, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী প্রভৃতিকে এই স্বাস্থ্যবীমার আওতায় আনা হয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারীদেরও এই প্রকল্পের অধীনে আনা হবে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য আমি ৩,২৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.১১ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

১৩৫টি বিদ্যালয়কে উচ্চ প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে এবং মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। ১৪টি নতুন প্রাথমিক এবং ২১টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

১৯৯টি নতুন প্রাথমিক এবং ৭১টি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। ২,২৬৫ সংখ্যক অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ তৈরি হয়েছে।

৫১,১৯,৫৫৩ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুলের জুতো (স্কুল স্যু) বিতরণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৩.৪৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৮.৮০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে মিড-ডে-মিল প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে এবং ৩৫০টি 'কিচেন শেড' এবং ৯৫৯টি 'ডাইনিং হল' নির্মিত হয়েছে।

২৮টি নতুন মডেল স্কুল নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪২,৯৪৯ শূন্যপদে এবং উচ্চ-প্রাথমিক স্তরে ১৪,০৮৮ শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ১০,২৩৩ শূন্যপদে এবং উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে ৬,২৯৯ শূন্যপদের শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের জন্য আমি ৯,৬৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.১২ উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং বায়োটেকনোলজি বিভাগ

২০১১ সাল থেকে রাজ্যে ১৫টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৪৬টি নতুন কলেজ চালু হয়েছে।

কোচবিহার এবং পুরুলিয়ায় গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং একবালপুরে মহিলাদের জন্য জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষেই চালু হয়ে যাবে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স রাজ্য সরকার ৬০ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬২ বছর করেছে।

উচ্চশিক্ষায় সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার ফলে রাজ্যের 'Gross Enrolment Ratio' ২০১১-এর ১২.০৬-এর জায়গায় এখন ১৭.৫-তে এসে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রের মানোন্নয়নের জন্য সমস্ত উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ইন্টারনেট পরিষেবা ও ভার্চুয়াল ক্লাসরুম গঠন করা হয়েছে। এর জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত সমস্ত কলেজ ও ইউনিভার্সিটিগুলির ছাত্র-ছাত্রীকে বিনামূল্যে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজ্যের সামাজিক ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ' প্রকল্পের মাধ্যমে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিগত বছরের ৪০ কোটি টাকার জায়গায় ২০১৬-১৭ বর্ষে ২০০ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ আইন, ২০১৩ চালুর ফলে ২০১৫-১৬ বর্ষে ৯৯,৩১০ সংখ্যক OBC ছাত্র-ছাত্রী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে, যা মোট ভর্তির ১৫ শতাংশ।

পরবর্তী আর্থিক বছরে উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং বায়োটেকনোলজি বিভাগের জন্য আমি ৫৭৫.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.১৩ কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ

'উৎকর্ষ বাংলা' প্রকল্পে ২ বছরের মধ্যে ১২ লক্ষ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছে। ২৮,৬০০ আসন সংখ্যা বিশিষ্ট ৭৮টি নতুন সরকারি ITI নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং তারমধ্যে ৭১টি ITI-তে প্রাইভেট-পাবলিক যৌথ উদ্যোগে (PPP মোড) প্রশিক্ষণ চালু হয়ে গেছে। ১০,৯২০ সংখ্যক আসনবিশিষ্ট আরো ৫২টি ITI নির্মাণের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে চলছে।

১০টি নতুন সরকারি পলিটেকনিক এবং ১টি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত পলিটেকনিক ২০১৬তে চালু হয়েছে। ৪৭টি পলিটেকনিক ক্যাম্পাসে WIFI পরিষেবা চালু হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের জন্য আমি ৭৮১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.১৪ নারী বিকাশ ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগ

'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের শুরু হওয়া থেকে এখনও পর্যন্ত ৩৫,৬৩,৯৯২ সংখ্যক ছাত্রীর আবেদনপত্র গৃহীত হয়েছে এবং ৩৪,১৩,৮৬১ সংখ্যক ছাত্রীর আবেদনপত্রের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে নারী বিকাশ ও শিশু উন্নয়ন বিভাগ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগের জন্য আমি ৪,৬৩৩.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.১৫ শ্রম বিভাগ

২০১৬-১৭ বর্ষে রাজ্যে অসংগঠিত 'শ্রমিক ভবিষ্যনিধি' (SASPFUW) প্রকল্পে নতুন করে ১,৮০,৮৭০ জন অসংগঠিত শ্রমিক নথিভুক্ত হয়েছেন। ২০১৬-১৭ বর্ষে মোট ৬২ লক্ষ শ্রমিককে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হবে।

বিল্ডিং অ্যান্ড আদার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাক্ট (BOCWWA) প্রকল্পে নথিভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ২০১৬-১৭ বর্ষে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে ৯৪,১৩৩ জন। এই সময়কালে ৭২.৬৪ কোটি টাকা ব্যয় করে ৯১,৮৭৬ জন শ্রমিককে সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের যুবসম্প্রদায়ের জন্য চাকরির অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। গ্রুপ এ পদের ক্ষেত্রে সরকারি চাকরিতে যোগদানের বয়েসের ঊর্ধ্বসীমা ৩২ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৩৬ বছর করা হয়েছে এবং গ্রুপ বি পদের ক্ষেত্রে বয়সের এই সীমা ৩২ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৩৯ বছর করা হয়েছে। তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতিভুক্ত প্রার্থীদের জন্য গ্রুপ এ পদের চাকরিতে যোগদানের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৪১ বছর এবং গ্রুপ বি পদের ক্ষেত্রে এই বয়ঃসীমা ৪৪ বছর। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত প্রার্থীদের গ্রুপ এ পদের ক্ষেত্রে এই বয়ঃসীমা ৩৯ বছর এবং গ্রুপ বি পদের জন্য বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৪২ বছর করা হয়েছে।

'যুবশ্রী' প্রকল্পে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকের নথিভুক্ত ১ লক্ষ চাকরিপ্রার্থীকে মাসিক ১,৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ৯৯,১০৪ জন চাকরিপ্রার্থী এই আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন।

আসানসোলে ESI হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ৮.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি ৪০ আসন সংখ্যার B.Sc. নার্সিং কলেজ চালু হতে চলেছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে শ্রম বিভাগের জন্য আমি ৩৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.১৬ যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ

ঝাড়গ্রাম স্পোর্টস অ্যাকাডেমি (তিরন্দাজি) সহ বিভিন্ন জেলাস্তরের ও সাব-ডিভিশন স্তরের ৮০টি স্টেডিয়ামের নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনূর্ধ ১৭ FIFA World Cup-২০১৭-এর জন্য বিশেষ আধুনিকীকরণের কাজ চলছে।

জলপাইগুড়িতে 'বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গন' (স্পোর্টস ভিলেজ)-এ ঐ অঞ্চলের খেলাধূলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পুরোনো ১৫টি যুব আবাসের সংস্কারের কাজ শেষ করে চালু করা হয়েছে। আরও ২৫টি নতুন যুব আবাস তৈরি হচ্ছে।

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার হিমল-তরাই-ডুয়ার্স ক্রীড়া উৎসবে হাজার হাজার যুবক-যুবতী ফুটবল, তিরন্দাজি, ভলিবল ও মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। এই অঞ্চলের মানুষদের খেলাধূলায় উৎসাহ দিতে এবং ক্রীড়া সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনের লক্ষ্যে সরকার এই উৎসবের সূচনা করেছিল।

মাল্টিজিম তৈরির জন্য স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ৩ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের জন্য আমি ৪৭৬.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.১৭ তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগ

রাজ্যের প্রস্তাবিত ১৮টি নতুন IT পার্কের মধ্যে দুর্গাপুর (ফেজ-২), শিলিগুড়ি (ফেজ-২), খড়্গপুর, আসানসোল, বোলপুর, হলদিয়া, হাওড়া, কল্যাণী, রাজারহাট, বরজোড়া এবং পুরুলিয়ায় ১১টি IT পার্ক ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। এছাড়াও তারাতলা, বানতলা, কৃষ্ণনগর, মালদহ, কোচবিহার, বেলুড় এবং শিলিগুড়ি (ফেজ-৩)-র IT পার্কের কাজগুলি বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

নাগরিকদের প্রয়োজনীয় তথ্য জানাবার জন্য দি স্টেট পোর্টাল অ্যান্ড স্টেট সার্ভিস ডেলিভারি গেটওয়ে (SP/SSDG) এক-জানালা ই-পরিষেবা ইতিমধ্যেই চালু করেছে। ২০১৬-র ১৬ই ফেব্রুয়ারি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী 'অনলাইন সিঙ্গল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম (OSWiCS) চালু করেছেন। এরমধ্যে Statutory Clearance-র (বাধ্যতামূলক ছাড়পত্র) জন্য ১১টি অনলাইন পরিষেবা এবং বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৫টি অনলাইন পরিষেবা রয়েছে।

রাজ্য ডাটা সেন্টারের উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণের কাজ চলছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে তথ্যপ্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিক্স বিভাগের জন্য আমি ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.১৮ বিপর্যয় মোকাবিলা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ

মোট ১৩৮.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০টি বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার (MPCS) তৈরি করা হচ্ছে। যার মধ্যে ২০টি উত্তর ২৪ পরগণায়, ১৫টি দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এবং ১৫টি পূর্ব মেদিনীপুরে তৈরি করা হচ্ছে।

মোট ১০৫.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্রোজেক্ট (ICZMP)-এর অধীনে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ৫টি উপকূলবর্তী ব্লকে ২৫টি বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মিত হচ্ছে।

ন্যাশনাল সাইক্লোন রিস্ক মিটিগেশন প্রকল্প ফেজ — II-এর অধীনে পশ্চিমবঙ্গের ৩টি উপকূলবর্তী জেলায় ১৫০টি বহুমুখী সাইক্লোন শেল্টার নির্মিত হচ্ছে। এর মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণায় ৪৫টি, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ৭৫টি এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ৩০টি শেল্টার রয়েছে। এছাড়াও বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় ভূ-গর্ভস্থ কেবল্ ১৩৫ KM HT-এর কাজ এবং ২১৫ KM LT বিদ্যুৎ নেটওয়ার্কের কাজ পূর্ব মেদিনীপুরের দীঘা-শংকরপুরে চলছে।

State Disaster Relief Fund-এর অধীনে ২০১৬-১৭ বর্ষে এপর্যন্ত মোট ৫১৬.৯৩ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে বিপর্যয় মোকাবিলা ও অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য আমি ১৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.১৯ জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ

২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ২৩৬.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬০টি PWSS-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ৪৭৫টি PWSS-এর কাজ চলছে, যার আনুমানিক খরচ ৮০৮৫.০৪ কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলপি ও তার সংলগ্ন মৌজাগুলিতে ১৩৩২.৪১ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয় ধরে ভূগর্ভস্থ পানীয়জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

১৫০.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বালি-জগাছা ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ ফেজ-১ এবং ৪৫.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেজ-২ এর কাজ শুরু হয়েছে।

২৪১.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁশকুড়া-২ ব্লকের রূপনারায়ণ নদী সংলগ্ন অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

রাজ্য সরকার সারা বছরে ৭৭টি নলবাহিত জল সরবরাহ কর্মপ্রকল্প সম্পূর্ণ করেছে। এর ফলে রাজ্যের ৭.৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ উপকৃত হবেন। 'জলের এ টি এম'-এর অভিনব উদ্ভাবন রাজ্যে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ২০৬টি জলের এ টি এম স্থাপন করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া-গাইঘাটায় ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহের একটি নতুন প্রকল্পের জন্য ৫৭৮.৯৪ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও বাঁকুড়া জেলায় ফেজ-২, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার হাড়োয়া, রাজারহাট এবং ভাঙর-২ ব্লকে ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার, চাঁদীপুর, নন্দীগ্রাম-১ ও ২ ব্লকে জল সরবরাহের জন্য ২২৩২.১২ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের জন্য আমি ১,৮১১.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.২০ পরিবহন বিভাগ

যানবাহনের ই-রেজিস্ট্রেশন, অন-লাইনের মাধ্যমে কর প্রদান এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক সার্ভিসেস-এর জন্য রাজ্য সরকার 'ই-বাহন' (e-vahan) প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলে পাইলট প্রকল্প হিসেবে CNG বাস পরিষেবা চালু হয়েছে।

এই বছরে ২৫৫টি নতুন বাস পথে নামানো হয়েছে।

পথ নিরাপত্তার লক্ষ্যে সরকার অভূতপূর্ব 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছে। ট্রাফিক যন্ত্রপাতি ক্রয়, রাস্তার আসবাবপত্র, রোড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে যানজট পূর্ণ এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা প্রতিস্থাপন-এর লক্ষ্যে নজিরবিহীন ফান্ড গঠন করা হয়েছে। পথ নিরাপত্তা কর্মসূচী ও প্রচারের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৫০ কোটি টাকার বিশেষ করপাস ফান্ড গঠন করা হয়েছে।

নদীপথে সুরক্ষার উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ২৮.৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩টি জেটি তৈরি ও সংস্কার করা হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে পরিবহন বিভাগের জন্য আমি ৫৫২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.২১ পূর্ত বিভাগ এবং পূর্ত (সড়ক) বিভাগ

চলতি বছরে ৪৯৫ কি.মি. রাস্তার চওড়া করা এবং ১১৮৯ কি.মি. দীর্ঘ রাস্তার মজবুতীকরণের কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়াও আরো ৪২২ কি.মি. রাস্তাকে চওড়া করা ও ৫৪৬ কি.মি. রাস্তার মজবুতীকরণের কাজ এই অর্থবর্ষেই শেষ হতে চলেছে। এ বছরেই ৩টি সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং আরো ১২টি সেতু নির্মাণের কাজ চলতি আর্থিক বছরেই শেষ হবে। ২০১৬-১৭ বর্ষে এই বিভাগ ইতিমধ্যেই ১৫টি হেলিপ্যাড নির্মাণের কাজ শেষ করেছে।

২০৪.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে চ্যাংড়াবান্ধা-মাথাভাঙা-কোচবিহার রোডকে ৯৩.৪০ Kmp. চওড়া ও মজবুত করা এবং মধ্যবর্তী গলিকে ২-লেন বিশিষ্ট করে গড়ে তোলা হয়েছে।

৬৮.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে রামজীবনপুর-পালিতা-পালিতপুর-নতুনহাট রোড [ফুটিসাংকো থেকে নতুনহাট (এস.এইচ-৬)] মজবুতীকরণ করা হয়েছে।

৩৩.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বলরামপুরের কাছে কালজানি নদীর উপর সেতু নির্মাণ এবং দিনহাটা-বলরামপুর- ছাইলাখানার ২২তম Kmp.-র বাকী কাজসহ সংযোগ রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে।

শ্মশানঘাট সংস্কারের জন্য বৈতরণী নামে একটি নতুন প্রকল্প সূচনা করা হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে পূর্ত বিভাগের জন্য আমি ১,০৩০ কোটি টাকা এবং পূর্ত (সড়ক) বিভাগের জন্য ১,৯২৩.১৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.২২ বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি উৎস বিভাগ

'সবার ঘরে আলো' প্রকল্পে ১২টি জেলার মধ্যে ৯টি জেলায় ইতিমধ্যেই কাজ শেষ হয়েছে। এই জেলাগুলি হল---জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর,

দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, বীরভূম, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর। পুরুলিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বিদ্যুতায়ন-এর কাজ ২০১৭-র ফেব্রুয়ারিতেই শেষ হয়ে যাবে এবং ২০১৭-এর মার্চের মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কাজও শেষ হবে। ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ১৫.৮৮ লক্ষ বিদ্যুৎ সংযোজনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

এর ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহের যথাযথ মান সুনিশ্চিত করা এবং কম ভোল্টেজের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

৫,৫২৫টি গ্রামে ২০১৬-র নভেম্বর পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে ২৪,৮৮৫ BPL তালিকাভুক্ত গৃহে এবং ২.৫৪ লক্ষ APL তালিকাভুক্ত গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ শেষ হয়েছে।

বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য সুন্দরবন অঞ্চলের পাথরপ্রতিমা, গোসাবা এবং নামখানা এই তিনটি ব্লকে ১৪টি বিদ্যুৎবিহীন গ্রামে এবং ৫৯টি আংশিক বিদ্যুৎ সংযোগযুক্ত গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

'সেচ বন্ধু' প্রকল্পের মাধ্যমে সারা রাজ্যের সমস্ত গ্রামে ২৪ × ৭ বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ২০টি ৩৩/১১ KV সাবস্টেশন তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

মহানন্দা মেন ক্যানেল (MMC)-এর ধারে ১০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন সোলার PV প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৫০ MU বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি উৎস বিভাগের জন্য আমি ১,৫৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.২৩ নগরোন্নয়ন এবং পৌর বিষয়ক বিভাগ

শহরের দরিদ্র ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া (Economically Weaker Section – E.W.S.) জনগণের জন্য 'নিজগৃহ' প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ১.২২ লক্ষ বাসস্থান নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

২০০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে ২৭টি জল সরবরাহ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, বিধাননগর এবং আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন সহ ২৬টি শহরে এই প্রকল্পের কাজ হবে। এর মধ্যে ১০টি শহরে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

ভূ-গর্ভস্থ নালা ও জমা জলের নিকাশি ব্যবস্থার জন্য ৩০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এছাড়াও ৬টি শহরের ৬টি ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ নালা ও নিকাশি ব্যবস্থার জন্য আরও ২৫৫.৬০ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

BRGF-এর বিশেষ অনুদানে ৬টি শহরে জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে পুরুলিয়া, রঘুনাথপুর, সোনামুখী এবং বিষ্ণুপুর এই চারটি শহরে এই প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

রাজ্যের অতি দরিদ্র পরিবারগুলির ক্ষেত্রে অন্তিম সৎকার/কবর ইত্যাদির জন্য সরকার 'সমব্যাথী' প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবার পিছু প্রতিটি ক্ষেত্রে ২০০০/- টাকা অনুদানের নতুন প্রকল্প চালু করেছে।

'বক্রেশ্বর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি', 'পাথরচাপুরি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি' এবং 'মুকুটমণিপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি' নামক তিনটি উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করা হয়েছে।

'গ্রিন সিটি মিশন'-এর অধীনে সবুজায়নের লক্ষ্যে ১৪০ কোটি টাকার বিশেষ পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে নগরোন্নয়ন এবং পৌর বিষয়ক বিভাগের জন্য আমি ৫,৭৮৩.৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.২৪ আবাসন বিভাগ

'গীতাঞ্জলি' প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ২ লক্ষ ৯৩ হাজার আশ্রয়হীন পরিবারকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় সড়ক এবং রাজ্যসড়ক ও অনান্য গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যাত্রী সাধারণ, বিশেষ করে মহিলাদের বিশেষ সুবিধার্থে 'পথসাথী' নির্মাণ করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ৬৭টি 'পথসাথী' নির্মিত হয়েছে।

রোগীর পরিজনদের রাত্রিবাসের জন্য ৩টি নৈশাবাস নির্মিত হয়েছে। কলকাতার মেডিকেল কলেজে ১টি, ডায়মন্ড হারবারের জেলা হাসপাতালে ১টি এবং আর ১টি বারুইপুর সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে আবাসন বিভাগের জন্য আমি ৯২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.২৫ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত ১০৭.৪০ লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী মোট ২,৩৫০ কোটি টাকার ছাত্রবৃত্তি পেয়েছে, যা এক সর্বকালীন রেকর্ড। বর্তমান অর্থবর্ষে সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৬.৬ লক্ষে পৌঁছবে।

৪.৯৯ লক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বেকার যুবসম্প্রদায়কে ২০১১ সাল থেকে আজ অবধি ৮৮০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষে আরো ১.৩৬ লক্ষ জন এই সুবিধা পাবে।

২৮,০০০ জনের বাসযোগ্য ৪০৭টি ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার একটি নতুন প্রকল্প চালু করেছে, যার দ্বারা মাদ্রাসা ও বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাসগুলিতে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের দশমাস ধরে মাসিক ১,০০০ টাকা (জনপ্রতি) দেওয়া হচ্ছে।

কৃষক ও কারিগরদের স্বনিযুক্তির লক্ষ্যে ১৯২টি মার্কেটিং হাব (কর্মতীর্থ) গঠন করা হচ্ছে, যার দ্বারা স্বনিযুক্তি ও বিপণনের সুবিধা পাওয়া যাবে।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউটাউন ও পাক-সার্কাসে ক্যাম্পাস গঠনের জন্য ৫১৭ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। দুটি ক্যাম্পাস এর মধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে। নিউ টাউনের ছাত্রী-আবাসও চালু হয়েছে।

বিগত ৫ বছরে আমরা ২৩১ কোটি টাকা ব্যয় করে সরকারি কবরখানায় ৩ হাজারের বেশি সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করেছি। ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে আরো ১০০ কোটি টাকা এক্ষেত্রে ব্যয় করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার ১০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গের ১৫১টি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ব্লকগুলিতে 'সদ্ভাব মন্ডপ' (কমিউনিটি হল) নির্মাণের ব্যবস্থা নিচ্ছে, যার প্রতিটিতে খরচ হবে ৭০ লক্ষ টাকা।

পার্বত্য অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বিশেষ জোর দিতে 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পাহাড়িয়া মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড' গঠন করা হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য আমি ২,৮১৫.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.২৬ অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ

২০১৪-১৫ বর্ষে 'শিক্ষাশ্রী' বৃত্তি চালু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১৩.২৬ লক্ষ তপশিলি ও ২.৪০ লক্ষ তপশিলি উপজাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীকে যথাক্রমে ১০০ কোটি টাকা ও ২০.০২ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন স্কলারশিপ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

তপশিলি উপজাতি বার্ধক্যভাতা প্রকল্পে ২০১৬-১৭ বর্ষে ১,৪৯,৩২৭ জন গ্রামীণ উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে মাসিক ১,০০০ টাকা করে বার্ধক্যভাতা দেওয়া হচ্ছে।

সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষদের নিয়োগের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিশেষ নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৪,১৪২টি তপশিলি জাতির শূন্যপদ এবং ৯৪৩টি উপজাতির শূন্যপদ পূরণ করা হয়েছে।

আরও তপশিলি জাতিভুক্তদের নির্দিষ্ট ৬,০৯৯টি শূন্যপদ এবং উপজাতিভুক্তদের জন্য নির্দিষ্ট ১,৭৩৬টি বকেয়া শূন্যপদ পূরণে বিশেষ প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে।

কেন্দুপাতা সংগ্রহকারীদের সুরক্ষার জন্য একটি নতুন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে ৩৪ হাজারেরও বেশি সংখ্যক তপশিলি উপজাতিভুক্ত সংগ্রহকারীর নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে (২০১৫-১৬) অর্থবর্ষে 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের অধীনে দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের এবং কিছু জেলার নবম শ্রেণির ছাত্রীদের ২৪,৮৬,৭২০টি বাই-সাইকেল বিতরণ করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের অধীনে নবম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে (২০১৫ শিক্ষাবর্ষে) ৭,৫৪,৫৪৯টি বাই-সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। বাকী সাইকেল ২০১৭-র ফেব্রুয়ারির মধ্যেই বিতরণ করা হবে।

অনগ্রসর শ্রেণি ও উপজাতি উন্নয়নের জন্য ১২টি 'ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল বোর্ড' গঠন করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গে উন্নয়ন পর্ষদগুলির বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও কল্যাণমূলক কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগ ও উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের জন্য আমি যথাক্রমে ৬২৫.৩৫ কোটি টাকা এবং ৭৪১.৩১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.২৭ স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ

'স্বামী বিবেকানন্দ স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প'-র (SVSKP)-এর অধীনে ১৬,৯৫৬ জন কর্মহীন ব্যক্তিকে স্বনিযুক্তির ক্ষেত্রে ২০১৬-এর নভেম্বর পর্যন্ত ১৯৫ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে।

২,৬৭,৮০৫ সংখ্যক স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ২০১৬-এর নভেম্বর পর্যন্ত ঋণের সুদ ভর্তুকি বাবদ ৪৪.৮০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে হাওড়া, হুগলী, উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান এই ৭টি জেলায় এই প্রকল্পে আরো ৮.৮৬ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের জন্য আমি ৫৪৫.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.২৮ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ

বর্তমান অর্থবর্ষে ২৪১টি নতুন প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। গত অর্থবর্ষের ২৯১টি অতিরিক্ত প্রকল্পের মধ্যে বেশিরভাগ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

বাগডোগরা বিমানবন্দরে রাত্রে আসা বিমানের অবতরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমানে সরকারি কর্মসূচি হিসাবে দার্জিলিং-এ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকী এবং উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলাতে 'উত্তরবঙ্গ উৎসব' প্রতিবছর মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে।

দার্জিলিং জেলার মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেমোরিয়াল ভবনের বিস্তৃত সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

বালুরঘাট শ্মশানে ইলেকট্রিক চুল্লী চালু হয়েছে।

কোচবিহারের মাথাভাঙায় পলিটেকনিক কলেজ গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও দক্ষিণ দিনাজপুরের মাঝিহানে কৃষি কলেজ গঠনের কাজ শুরু হয়েছে।

শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ বিভাগের একটি নতুন Tea Directorate গঠন করা হয়েছে।

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের বন্ধ হয়ে যাওয়া চা বাগান অঞ্চলের স্বনির্ভর গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করা হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আমি ৫৭৫.৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.২৯ সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগ

সুন্দরবনের বহুদূরবর্তী এবং অগম্য স্থানগুলিতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ২১৬ কিমি রাস্তা এবং বিভিন্ন RCC জেটি নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া আরো ৭টি সেতু তৈরির কাজ চলছে।

খেলাধূলার পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই বিভাগ ক্যানিং-১ নং ব্লকে 'ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স' নির্মাণের কাজ শুরু করেছিল, এই নির্মাণের কাজ ১১০৮.২০ লক্ষ টাকা খরচ করে শেষ হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে সুন্দরবন বিষয়ক বিভাগের জন্য আমি ৪৪৪.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.৩০ পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ

রামগড় পলিটেকনিক, লালগড়ের ছাত্রী আবাস, কৃষ্ণবাঁধ ইন্টিগ্রেটেড স্কুল, নয়াগ্রাম কলেজ, শালবনীর ITI, খাতড়ার ITI, শালবনী কলেজ, গোপীবল্লভপুর মডেল স্কুল এবং মিরগা ইন্টিগ্রেটেড স্কুল ইত্যাদির ৯টি অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণের কাজও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ হয়েছে।

জঙ্গলমহলের সর্বাত্মক উন্নয়নের স্বার্থে জঙ্গলমহল প্যাকেজের অধীনে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা করা সবকটি কর্মপ্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এইসব কর্মপ্রকল্পের মধ্যে রয়েছে সড়ক ও সেতুসমূহ, অপুষ্টি দূরীকরণ কেন্দ্রসমূহ, আবাসন, ক্ষুদ্রসেচ ইত্যাদি।

পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ে ৯.৮৩ কোটি টাকা খরচ করে ব্ল্যাক টপ রাস্তা নির্মিত হয়েছে। তদুপরি অযোধ্যা পাহাড় সংলগ্ন ১০৮টি ছোট গ্রামে ৫৪০টি সৌরবাতি বসানোর জন্য ১.৫৬ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বিনপুর-১ ব্লকে ভৈরববাঁকি মোড়ে তারাফেনি নদীর উপর পাপাতপুর সেতু নির্মিত হচ্ছে। ১২.৫ কোটি টাকা ব্যয় করে আসুই থেকে সুলিয়াপাতা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৮.২ কোটি টাকা ব্যয়ে কলাইকুন্ডা-সালুয়া রাস্তা নির্মাণ এবং ৫.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ঝাড়গ্রাম ব্লকে কালশিউলি-মালঞ্চ (KGP) রাস্তা নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ১৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয় করে লালগড়-ধেড়ুয়া রাস্তা নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

'জলতীর্থ' প্রকল্পের অধীনে ১৬.৩৭ কোটি টাকা ব্যয় করে জঙ্গলমহলে ২১টি জলাধার (চেকড্যাম) নির্মিত হচ্ছে। পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় 'জলতীর্থ' প্রকল্পের অধীনে ৪১.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২টি জলাধার (চেক ড্যাম) নির্মিত হচ্ছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের জন্য আমি ৩৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.৩১ অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র বিভাগ

৯টি বেসরকারি পার্ককে 'স্কিম অফ অ্যাপ্রুভড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক' (SAIP)-এর দ্বারা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, যার জমির আয়তন ৫৩০ একর।

রাজ্যে ৩৭ লক্ষেরও বেশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগ রয়েছে। রাজ্যের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রে ঋণ দানের পরিমাণ গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১.২ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।

৪টি পার্কের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে, প্রস্তাবিত ১৩টি টেক্সটাইল পার্কের মধ্যে ৯টি পার্কের জমি অধিগ্রহণ অথবা টেন্ডারের কাজ শেষ হয়েছে। ২০১৫-১৬ বর্ষে Tex-Pro-র অধীনে ৫২৪ একর জমি নেওয়া হয়েছে।

২০১৬ বর্ষে পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং বীরভূমে তিনটি SYNERGY ইভেন্ট করা হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র বিভাগের জন্য আমি ৭৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.৩২ বৃহৎ শিল্প ও উদ্যোগ বিভাগ

'বিশ্ববাংলা বাণিজ্য সামিট' 'Bengal Global Business Sumit' গত ২০-২১ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে সারা ভারত ছাড়াও আরো ২৯টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে। এই বাণিজ্য সামিটে নগরোন্নয়ন, পরিকাঠামো উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি, উৎপাদন শিল্প ইত্যাদি বিবিধ ক্ষেত্রে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৯০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরের তাজপুরে পরিবহনের সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি সমুদ্র বন্দর স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

WBIDC Ltd. উত্তর ২৪ পরগণার নৈহাটিতে 'ঋষি বঙ্কিম শিল্প উদ্যান', হাওড়ার সাঁকরাইলে 'ফুড পার্ক (ফেজ-৩)', পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুরে 'বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক' এবং বাঁকুড়ার বরজোড়াতে ১টি 'প্লাস্টো স্টিল পার্ক' নির্মাণ করেছে।

অমৃতসর-কলকাতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডরের অন্তর্ভুক্ত (AKIC) পুরুলিয়ায় রঘুনাথপুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টারের বর্ধিতকরণের জন্য ২,৬৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে।

নদীয়া জেলার হরিণঘাটায় ৩০০ একর জমিতে ১টি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মিত হতে চলেছে। তাছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড়ে ৯৫০ একর জমিতে আর ১টি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হচ্ছে। এছাড়াও বজবজে ৭৫০,০০০ বর্গফুট জুড়ে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯.৫ একর জমিতে ১টি গারমেন্ট পার্ক নির্মিত হতে চলেছে।

হলদিয়ায় প্রায় ৩০০ একর জমিতে ১টি বহুমুখী উৎপাদনভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মাণ হচ্ছে। হাওড়ায় অঙ্কুরহাটিতে জেমস ও জুয়েলারি পার্ক শীঘ্রই চালু হবে। এটি প্রায় ৬ একর জমিতে ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে।

শালবনীতে ১৩০ একর জমিতে একটি সিমেন্ট গ্রাইন্ডিং প্ল্যান্টের জন্য JSW Cement Ltd.-কে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে বিনিয়োগ হবে আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকা।

সরকার কোচবিহারে চ্যাংড়াবান্ধায় আন্তর্জাতিক ট্রাক টার্মিনাসে ৩টি ওয়ারহাউস নির্মাণ করছে। এছাড়াও জলপাইগুড়ির ফুলবাড়িতে ১টি ইমিগ্রেশন চেক পোস্ট/ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন প্রকল্প তৈরি করছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে বৃহৎ শিল্প ও উদ্যোগ বিভাগের জন্য আমি ৮৬৫.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.৩৩ পর্যটন বিভাগ

এই বছর ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনসেনটিভ স্কিম-২০১৫ এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম পলিসি-২০১৬ এই ২টি প্রকল্প চালু হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুরে ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি টুরিস্ট কমপ্লেক্সে নতুন পর্যটক নিবাস, জলপাইগুড়ি জেলার টিলাবাড়ি এবং অযোধ্যা পাহাড়ে লগ হাট এবং পুরুলিয়ার গড়পঞ্চকোট ও খরিবেড়িতে পর্যটক নিবাস ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে।

বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দার্জিলিং-এর টাইগার হিল ট্যুরিস্ট লজ কমপ্লেক্সের পুনর্গঠন, কচুবেড়িয়ায় নৈশাবাসের উন্নয়ন, তিনচুলে হোম-স্টে প্রকল্পের উন্নয়ন, সমুদ্রগড়ে দ্বিতল গেস্ট হাউস নির্মাণ, পুরুলিয়ার মাথাভাঙা অঞ্চলের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ পর্যটন কেন্দ্রে নলবাহিত জল সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

পথিক মোটেলে নতুন ব্যাংকোয়েট হল নির্মাণ, উদয়াচল ট্যুরিস্ট লজের বর্ধিতকরণ ও সংস্কার, দার্জিলিং-এ ট্যুরিস্ট লজের উন্নয়ন, মাইথন ট্যুরিস্ট লজ সংলগ্ন ৫টি নতুন কটেজ নির্মাণ এবং বকখালি ট্যুরিস্ট লজে একটি নতুন ব্লক নির্মাণ প্রভৃতি নতুন প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে পর্যটন বিভাগের জন্য আমি ৩৩৫.৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫.৩৪ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

'লোক প্রসার' প্রকল্পে প্রায় ৮০ হাজার লোক শিল্পীর নাম নথিভুক্ত হয়েছে এবং তাঁদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে। বিশ্ববাংলা এবং শিল্প বিপণীগুলির মাধ্যমে গ্রামীণ হস্তশিল্প বাজারজাত করা হচ্ছে।

পরবর্তী আর্থিক বছরে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের জন্য আমি ৩৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৬

করনীতি সংস্কার

এই সরকার বিগত ছয় বছরে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন জনমুখী মৌলিক সংস্কার করেছে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে সরলীকরণ করা ও e-taxation চালু করা। এই সংস্কার বিপুলভাবে ফলপ্রদ হয়েছে। এর ফলে, ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরে, ২০১০-১১ সালের তুলনায়, রাজস্ব ১০৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধি দেশের মধ্যে নজিরবিহীন।

৬.১ ই-ট্যাক্সেস্ন (e-taxation)

e-taxation-এর সংস্কারের ফলে আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার, বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে তুলনামূলক মূল্যায়নের ভিত্তিতে এক নম্বর স্থান গর্বের সঙ্গে অর্জন করেছে। এই সংস্কার সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা প্রমাণ করছে।

৬.২ পণ্য ও পরিষেবা কর (GST)

স্যার, এই মহতী সদন জানে যে, সাধারণ মানুষদের কথা ভেবে এবং ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসায়ীদের স্বার্থে, অনেক বছর ধরে আমরা GST-র মতো একটি সংস্কারকে নীতিগতভাবে সমর্থন করছি। আপনারা এটাও জানেন যে সংবিধানের 279A ধারার অধীনে GST কাউন্সিল গঠিত হয়েছে, যেখানে সব রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরাও সদস্য। বাংলার মানুষদের কথা মাথায় রেখে আমরা এই কাউন্সিলে চারটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

প্রথম, GST চালু হলে সাধারণ মানুষ যাতে উপকৃত হয়।

দ্বিতীয়, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা GST-র ফলে যাতে উপকৃত হয়।

তৃতীয়, GST চালু হওয়ার পরে যদি রাজ্যের রাজস্বের উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবে।

চতুর্থ, রাজ্যের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর মধ্যে যাতে সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকে।

স্যার, আপনি শুনে খুশি হবেন যে, এই নীতিগত অবস্থানকে সামনে রেখে এই সরকার জোরালোভাবে GST কাউন্সিলের সভায় বক্তব্য রাখছে এবং আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে, যে মত-ই আমরা রেখেছি, কাউন্সিল তা বারবার-ই গ্রহণ করেছে। কখনও কখনও একলাই চলতে হয়েছে, কিন্তু অবশেষে বাংলারই জয় হয়েছে।

৬.৩ সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউটস স্কিম - রিলিফ

বিগত পাঁচ-ছয় বছরে এই সরকার সফলভাবে বিভিন্ন আদালতে কর সংক্রান্ত মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সেটেলমেন্ট স্কিম এবং ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন করে মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি করেছে।

ডিসেম্বর, ২০১৬-তে আমরা আরও একটি নতুন আকর্ষণীয় সেটেলমেন্ট স্কিম চালু করি যার মেয়াদ ছিল ৩১শে জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত। বড়, মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ায় এই প্রকল্পের মেয়াদ ৩১শে মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

৬.৪ ভ্যাট-এর প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য রিলিফ

ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসায়ীদের রিলিফ দেওয়ার জন্য আমরা ২০১৫ সালে VAT-এর প্রাথমিক স্তর এক লপ্তে পাঁচ লক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকায় নিয়ে যাই।

স্যার, সাম্প্রতিক নোটবন্দির সিদ্ধান্তের ফলে ক্ষুদ্র, ছোট ব্যবসায়ীরা ও স্টার্টআপরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এদেরকে এই দুঃসময়ে সহায়তা দেবার লক্ষ্যে আমি VAT-এর প্রাথমিক স্তরটি ১০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব রাখছি।

৬.৫ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন

ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিষয়গুলি সব-ই আমরা আগেই অনলাইন করেছি। এটি সারা দেশে একটি নজির। অন লাইন ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে সামান্য কিছু সংখ্যক ডিলারদের আমাদের অফিসে এসে নথিপত্র দাখিল করতে হয়। আমি প্রস্তাব রাখছি যে, অফিসগুলিতে এসে নথিপত্র দাখিল করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়ার। এতে ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসায়ীদের বিশেষভাবে সুবিধা হবে।

৬.৬ অভিন্ন অডিট রিপোর্ট দেওয়ার ব্যবস্থা

স্যার, এতদিন পর্যন্ত ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসায়ীদের সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা অডিট রিপোর্ট জমা দেওয়ার ন্যূনতম বার্ষিক টার্নওভারের সীমা ধাপে ধাপে বাড়িয়ে ২০১১ সালের ৩ কোটি থেকে বর্তমানে (২০১৫) ১০ কোটি টাকা করেছি।

আমি এই আর্থিক বছর থেকে আলাদাভাবে VAT Audit রিপোর্ট তুলে দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি। তার পরিবর্তে ডিলাররা যে আয়ের অডিট রিপোর্ট জমা দেন, সেই অডিট রিপোর্ট এই আর্থিক বছর থেকে ভ্যাট অডিট হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। এর ফলে ৩০,০০০-এর বেশি ব্যবসায়ী বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসায়ী উপকৃত হবেন।

৬.৭ ভ্যাট রিফান্ড

আমরা বকেয়া ভ্যাট রিফান্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম সরলীকরণ করেছি এবং স্বচ্ছতা এনেছি। তাও আমরা দেখছি কিছু পুরানো রিফান্ড কেস বিভিন্ন কারণে আজও নিষ্পত্তি হয়নি।

তাই আমি প্রস্তাব করছি যে এই সমস্ত পুরানো রিফান্ড কেসগুলি ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭-এর মধ্যে নিষ্পত্তি করতেই হবে।

৬.৮ কম্পোজিশন স্কীম (Composition Scheme)

বর্তমানে, শুধু ব্যবসায়ীদের (ট্রেডার্স) জন্য একটি Composition Scheme আছে। যাদের ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক টার্নওভার, তাদের পুরো VAT দিতে হয় না — তাদের ন্যূনতম VAT দিলেই হয়।

আমি ছোট এবং মাঝারি উৎপাদনমূলক (Manufacturing) ব্যবসায়ীদের, যাদের বার্ষিক টার্নওভার ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত, তাদেরও এই স্কিমের আওতার মধ্যে আনার প্রস্তাব রাখছি। এর ফলে ৩৩,০০০ উৎপাদনমূলক ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হবেন এবং ন্যূনতম VAT দিয়ে ব্যবসা করতে পারবেন।

৬.৯ নতুন অফিস স্থাপন

মাননীয় সদস্যগণ, রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন ব্যবসাক্ষেত্র গড়ে উঠছে। কিন্তু এইসব জায়গায় বাণিজ্যকর অফিস না থাকায় ব্যবসায়ীরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এইসব ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য চারটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অর্থাৎ (১) আলিপুরদুয়ার, (২) দীঘা, (৩) রাজারহাট এবং (৪) কসবা-তে নতুন বাণিজ্যকর অফিস স্থাপন করা হবে।

আমি আরও প্রস্তাব রাখছি যে, বর্তমান শিলিগুড়ি অফিসটিকে দুটি আলাদা চার্জ অফিসে ভাগ করার, যার ফলে এই অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা বিশেষভাবে লাভবান হবেন।

৬.১০ কর ছাড়

স্যার, বিগত বাজেটগুলিতে করের হারে আমরা ছাড় দিয়েছি এবং অসংগতি দূর করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জিনিসের উপর করের হার কমিয়েছি। আমি এই বাজেটে

পরিবেশ-বান্ধব কিছু জিনিসকে যেমন বায়োডিজেল, বায়োমাস ব্রিকেট, সোলার ওয়াটার হিটার, শালপাতার থালা ও কাপ এবং টেরাকোটার টালি, ভ্যাট-এ সম্পূর্ণভাবে করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি। এছাড়াও সাধারণ মানুষের ব্যবহারের কয়েকটি জিনিস যেমন, কেরোসিন স্টোভ, হেয়ারব্যান্ড ও হেয়ারক্লিপকে সম্পূর্ণভাবে করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

৬.১১ চা-এর উপর সেস

স্যার, চা শিল্পের বিকাশের জন্য আমি শিক্ষা সেস এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থান সেস আরও এক বছরের জন্য, অর্থাৎ ৩১.০৩.২০১৮ পর্যন্ত মকুব করার প্রস্তাব রাখছি।

৬.১২ স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন

মাননীয় সদস্যগণ,

যারা এগ্রিমেন্ট টু সেল দলিল রেজিস্ট্রি করবেন আমি তাদেরকে সুবিধা দেওয়ার জন্য স্ট্যাম্প ডিউটির হার ২% করার প্রস্তাব রাখছি — যা বর্তমানে ৫% থেকে ৭%। এই সুবিধা পাওয়ার জন্য মূল দলিলটি ৪ বছরের মধ্যে, বাকি স্ট্যাম্প ডিউটি জমা দিয়ে রেজিস্ট্রি করতে হবে।

এছাড়াও এই ধরনের রেজিস্ট্রি করা এগ্রিমেন্ট টু সেল দলিল, প্রয়োজনে পরিবারের সদস্যরাও ভবিষ্যতে রেজিস্ট্রি করার সুবিধা পাবেন।

স্টক এক্সচেঞ্জে 'প্রোপাইটারি অ্যাকাউন্ট', 'কারেন্সি', 'ইন্টারেস্ট' এবং 'ডেট সিকিওরিটি ও বন্ড'-এর ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটির হার কমিয়ে নামমাত্র স্ট্যাম্প ডিউটি ধার্য করার প্রস্তাব করছি।

বর্তমানে যে রেজিস্ট্রেশন ফি চালু আছে তার সরলীকরণের জন্য সামগ্রিকভাবে ৯% কমানোর প্রস্তাব রাখছি। এর ফলে সব ধরনের জমি-বাড়ির ক্রেতারাই উপকৃত হবেন।

মাননীয় স্পিকার মহোদয়, আপনি জানেন যে, ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট-এর ক্রেতারা অনেক সময় রেজিস্ট্রেশন দেরিতে করেন। এই ধরনের দলিল, ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট সম্পূর্ণ হওয়ার ১ বছরের মধ্যে রেজিস্ট্রি করালে রেজিস্ট্রেশন ফি-এর উপরে ২০% ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি।

উপসংহার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে নোট বাতিলের ধাক্কা সত্ত্বেও আমাদের দৃঢ়তার উপর ভর করে এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের জন্য, পরিকল্পনা খাতে ৬৪,৭৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্যার, এই মহতী সদনের সদস্যরা নিশ্চয় অবগত আছেন যে এই মা-মাটি-মানুষের সরকারের উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য 'কর্মসংস্থান'। তাই নোট বাতিলের সুনামি সত্ত্বেও ২০১৬-১৭ আর্থিকবর্ষে আমরা এখনও অব্দি ১৩,২৭,০০০ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছি।

স্যার, কবিগুরুর একটি কবিতার মাধ্যমে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই—

'নমোনমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।'

———————

আর্থিক বিবরণী, ২০১৭-২০১৮

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০১৭-২০১৮

(কোটি টাকার হিসাবে)

		প্রকৃত, ২০১৫-২০১৬	বাজেট, ২০১৬-২০১৭	সংশোধিত, ২০১৬-২০১৭	বাজেট, ২০১৭-২০১৮
	আদায়				
১।	প্রারম্ভিক তহবিল	(-)৩২৬.৪৩	(-)৫.০০	২০৫.৮৪	(-)২.০০
২।	রাজস্ব আদায়	১০৯৭৩২.২০	১২৯৫৩০.৩৩	১২৯৩৪০.২৩	১৪২৬৪৪.৪৪
৩।	মূলধনখাতে আদায়	৬৫৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	ঋণখাতে আদায়				
	(১) সরকারী ঋণ	৪৬০৫০.৫৪	৬৭৭৫৫.৫২	৬৪৪৭০.৫০	৭৮৯১৬.৬৩
	(২) ঋণ	৮৩২.৩৫	৪৮৬.৫৩	৭৮২.১৮	৮০৪.৪৯
৫।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	৪৪১৪৯৫.১৩	৩৫৭৬৫৮.৬০	৪৬০৩৮৭.৯৩	৪৮৪০১৮.২৫
	মোট	**৫৯৮৪৩৬.৭৯**	**৫৫৫৪২৫.৯৮**	**৬৫৫১৮৬.৬৮**	**৭০৬৩৮১.৮১**
	ব্যয়				
৬।	রাজস্বখাতে ব্যয়	১১৮৮২৭.২৬	১২৯৫৩০.৩৩	১৩৮৮০৯.৫০	১৪২৬৪৪.৪৪
৭।	মূলধনখাতে ব্যয়	১২৪২০.১৭	১৯১৮৯.৮০	১৫২১৯.২৬	১৯১৮৩.৯০
৮।	ঋণখাতে ব্যয়				
	(১) সরকারী ঋণ	২০৪৮২.২৫	৪০৬৭২.৪০	৪০৯০৪.৪০	৪৯৪৯৬.৮৬
	(২) ঋণ	৮৬০.৮১	৬৫২.০৬	১৪২৯.৪৩	৯৭১.৭১
৯।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	৪৪৫৬৪০.৪৬	৩৬৫৩৮৯.৩৯	৪৫৮৮২৬.০৯	৪৯৪০৯১.৯০
১০।	সমাপ্তি তহবিল	২০৫.৮৪	(-)৮.০০	(-)২.০০	(-)৭.০০
	মোট	**৫৯৮৪৩৬.৭৯**	**৫৫৫৪২৫.৯৮**	**৬৫৫১৮৬.৬৮**	**৭০৬৩৮১.৮১**

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০১৫-২০১৬	বাজেট, ২০১৬-২০১৭	সংশোধিত, ২০১৬-২০১৭	বাজেট, ২০১৭-২০১৮
নীট ফল				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (-)				
(ক) রাজস্বখাতে	(-)৯০৯৫.০৬	০.০০	(-)৯৪৬৯.২৭	০.০০
(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	৯৬২৭.৩৩	(-)৩.০০	৯২৬১.৪৩	(-)৫.০০
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	৫৩২.২৭	(-)৩.০০	(-)২০৭.৮৪	(-)৫.০০
(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	২০৫.৮৪	(-)৮.০০	(-)২.০০	(-)৭.০০
(ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/অতিরিক্ত বরাদ্দ/ অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা				
(১) রাজস্বখাতে	..	..	..	..
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	..	..	..	..
(চ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ				
(১) রাজস্বখাতে	..	..	..	..
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	..	..	..	..
(ছ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	..	..	..	..
(জ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)৯০৯৫.০৬	০.০০	(-)৯৪৬৯.২৭	০.০০
(ঝ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	২০৫.৮৪	(-)৮.০০	(-)২.০০	(-)৭.০০